দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 10 JAN 1998 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

রাজধানীর ১২টি স্কুলের ২ হাজার আসনের জন্য লড়ছে ১ লাখ শিক্ষার্থী ঃ আজ পরীক্ষা শুরু

অরূপ দত্ত ।। রাজধানীর ১২টি 'খ্যাতনামা' স্কুলের প্রায় ২ হাজার আসনের জন্যে লড়াই করছে প্রায় এক লাখ ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী।

নগরীর একটি বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিকারুননিসা নুন স্কুলে প্রথম শ্রেণীসহ বিভিন্ন শ্রেণীর প্রায় ৮শ' আসনের জন্যে ভর্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিল ৯ হাজারেরও বেশি পরীক্ষার্থী। অপর একটি জনপ্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইডিয়াল স্কুলে গতকাল অনুষ্ঠিত প্রথম শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষায় ৮০টি আসনের জন্যে লড়াই করেছে প্রায় ৪ হাজার শিশু। নগরীর স্কুলগুলোতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি নিয়ে প্রচণ্ড এই চাপের সুযোগে দুর্নীতি-কারচুপিও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। নামি স্কুলগুলোতে 'ডোনেশন প্রথা' তুলে দিলেও আড়ালে-আবডালে ঐ প্রথাটি সচল রয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গ্রহণ করা হচ্ছে ৫০ হাজার থেকে ২ লাখ টাকা পর্যন্ত ডোনেশন।

গতকাল শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে নগরীর ২৪টি সরকারি স্কুলে একযোগে ভর্তি পরীক্ষা। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, নগরীর স্কুলগুলোতে গত বছরগুলোর তুলনায় এবার ভর্তি সমস্যা আরো প্রকট। এই সমস্যাকে অনেকাংশে প্রকট করে তুলেছে এক ধরনের সামাজিক প্রবণতা; যা সৃষ্টি হয়েছে মূলত অভিভাবকদের মানসিকতার দ্বারা। সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে নগরীতে প্রায় সাড়ে ৩শ' স্কুল এবং ৫শ' কিন্ডারগার্টেন রয়েছে। কিন্তু অভিভাবকদের দৃষ্টি জনপ্রিয় স্কুলগুলোর দিকেই। সন্তানকে একটি ভাল স্কুলে ভর্তি করানোর জন্যে তারা রীতিমত সোনার হরিণের পেছনে ছুটছেন। কারণ এসব স্কুলের সংখ্যা হাতে গোনা এবং আসনসংখ্যা সীমিত। এ ধরনের ১২টি জনপ্রিয় স্কুলের প্রায় ২ হাজার আসনের বিপরীতে ভর্তিচ্ছুর সংখ্যা প্রায় ১ লাখ। এই এক লাখ ভর্তিচ্ছু এবং তাদের অভিভাবকদের ভিড় ঠেকাতে রীতিমত হিমশিম খেতে হচ্ছে বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষকে। অন্যদিকে অপ্রসিদ্ধ স্কুলগুলোতে কোন ভিড় নেই। কিছু স্কুল আবেদনপত্র বিক্রি এবং ভর্তি পরীক্ষার আদৌ কোন নিয়ম না রেখে সরাসরি ছাত্রছাত্রী ভর্তির জন্যে রীতিমত দোর খুলে রেখেছে।

জনপ্রিয় স্কুলগুলোর মধ্যে ভিকারুননিসা নুন স্কুলে ভর্তির পালা শেষ হয়েছে অনেক আগেই। অভিভাবকদের দৃষ্টি ছিল মূলত এই স্কুলটির দিকেই। সব পিতামাতা চেয়েছেন তাদের কন্যাকে এই স্কুলেই ভর্তি করাবেন। রাজধানী ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৬

রাজধানী ঃ ১২টি স্কুলে ১ লাখ শিক্ষার্থী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রথম শ্রেণীতে বাংলা এবং ইংরেজি মিডিয়ামে ৬শ' ৬৫টি আসনের বিপরীতে ৩ হাজার ১শ' ২০টি আবেদনপত্র বিক্রি হয়। যারা আবেদনপত্র ক্রয় করেছেন তারা প্রত্যেকেই নিজেদের সন্তানকে 'মেধাবী' বলে দাবি করেছেন। ৬ষ্ঠ শ্রেণীর আসন সংখ্যা ছিল দেড়শ'। অন্য শ্রেণীতে আরো কম। কিন্তু আবেদনপত্র বিক্রি হয়েছে ৯ হাজার ১শ' ৭৭টি। ডিসেম্বরের ২০ থেকে ২৬ তারিখ পর্যন্ত এই স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এই ৭ দিন স্কুলের ভেতরে-বাইরে অভিভাবকদের ভিড়, তাদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দেয় নগরীর ভর্তি সমস্যার চিত্র। সন্তানকে ভেতরে পাঠাবার পর যতক্ষণ পরীক্ষা চলেছে, অভিভাবকরা ছিলেন প্রতিটি মুহূর্তের জন্যে উৎকণ্ঠায়।

একই অবস্থা দেখা গেছে গতকাল শুক্রবার মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ঘিরে। আইডিয়াল স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে ৭ই জানুয়ারি থেকে। গতকাল শুক্রবার ছিল প্রথম শ্রেণীর পরীক্ষা। ৮০টি আসনের বিপরীতে ঐ স্কুলে গতকাল পরীক্ষা দিয়েছে ৩ হাজার ৩শ' ৯১টি শিশু। স্কুল প্রাঙ্গণে-বাইরে অভিভাবকদের ছিল উপচেপড়া ভিড়। সকাল সাড়ে ৮টা থেকে ১২টা পর্যন্ত স্কুলের সামনের রাস্তা ছাড়াও রাজারবাগ, শান্তিনগর, আরামবাগ, খিলগাঁও রেলগেট এলাকা ছিল প্রচণ্ড যানজটের কবলে।

ভর্তি নিয়ে বড় ধরনের বিপত্তি এড়াতে এ বছরও নগরীর ২৪টি সরকারি স্কুলে একযোগে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তবে বিপত্তি এড়াবার কথা বলা হলেও এই পদ্ধতিতেও কারচুপির আশংকার প্রশ্ন উঠেছে। এই স্কুলগুলোতে আজ শনিবার থেকে সোমবার ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। এসব স্কুলে ভর্তি ফরম বিতরণের কাজ শুরু হয়েছে ১লা জানুয়ারি থেকে। পরীক্ষা গ্রহণের জন্যে ২৪টি স্কুলকে ৩টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে 'এ' গ্রুপের ৮টি স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ১০ই জানুয়ারি। স্কুলগুলো হচ্ছে মতিঝিল সরকারি বালিকা বিদ্যালয়, গভঃ ল্যাবরেটরি হাইস্কুল, মিরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নবাবপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নিউ গভঃ গার্লস হাইস্কুল, খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ইসলামিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ও মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়। ১১ই জানুয়ারি অনুষ্ঠেয় 'বি' গ্রুপের ৮টি স্কুল হচ্ছে ঃ মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা গভঃ মুসলিম হাইস্কুল, বাংলা বাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, শেরে বাংলা নগর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, নারিন্দা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, আরমানিটোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়।

১২ই জানুয়ারি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে 'সি' গ্রুপের বাকি ৮টি স্কুলের। স্কুলগুলো হচ্ছে ঃ ঢাকা কলেজিয়েট হাইস্কুল, ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, শেরে বাংলা নগর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, তেজগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কামরুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কামরুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (ধানমন্ডি) ও গণভবন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়।

তিন গ্রুপের স্কুলগুলোতে প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণীর প্রশ্নপত্র বুকলেট আকারে এবং চতুর্থ হতে নবম শ্রেণী পর্যন্ত প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হবে পৃথকভাবে রচনামূলক আকারে।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, এসব স্কুলে শূন্য আসনের সংখ্যা দেখানো হবে কম। একটি শ্রেণীতে আসন সংখ্যা যদি ৫০টি থাকে স্কুল কর্তৃপক্ষ দেখাবেন ৪০টি। বাকি আসনগুলো পূরণ করা হবে অন্য উপায়ে। সরকারি স্কুলগুলোতে প্রতিবছরই এভাবে কিছু আসন সংরক্ষিত রাখা হয়। এটা পূরণ হয় অর্থের বিনিময়ে। অথবা প্রভাবশালীদের মাধ্যমে আসা ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা। এক্ষেত্রে 'কলোনি কোটা', 'মস্তান কোটা' ইত্যাদিও প্রভাব ফেলবে। পুরো ব্যাপারটির সাথে জড়িত থাকেন স্কুলের শিক্ষক (যিনি পরীক্ষার্থীর প্রাইভেট টিউটর) থেকে প্রধান শিক্ষক পর্যন্ত—এমন অভিযোগও রয়েছে।

ভিকারুননিসা নুন স্কুলের ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ এবং ফলাফল প্রকাশের প্রক্রিয়া নিয়ে কিছু অভিভাবক প্রশ্ন তুলেছেন। অন্য বছর এই স্কুলে ভর্তি পরীক্ষার দিনই উত্তরপত্র দেখে উত্তীর্ণদের তালিকা তৈরি করা হয়। পরের দিন সকালে যারা কৃতকার্য হয়েছে তাদের তালিকা বোর্ডে টাঙ্গিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু এ বছর তেমনটি হয়নি। সে বিষয়টি নিয়েই অভিভাবকদের প্রশ্ন। ঐ স্কুলের বিভিন্ন ক্লাসের ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় ২০ থেকে ২৬শে ডিসেম্বর। মাঝে ৫ দিন বিরতি দিয়ে ফলাফল প্রকাশ করা হয় ১লা জানুয়ারি। যাদের সন্তান উত্তীর্ণ হতে পারেনি তাদের কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন মাঝের ৫টি দিনে প্রকৃত ফলাফল পাল্টে ফেলার একটি মোক্ষম সুযোগ সৃষ্টি হয় স্কুল কর্তৃপক্ষের। ঐ অভিভাবকদের অভিযোগ অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ এ সুযোগটি কাজে লাগিয়েছেন। স্কুলের প্রিন্সিপাল হামিদা আলী অবশ্য এ সময় দেশে ছিলেন না বলে জানা গেছে। রাজধানীর নামিদামি কয়েকটি স্কুলে 'ডোনেশন প্রথা' চালু আছে দীর্ঘদিন। কিন্তু এ বছর রীতিমত ঘোষণা দিয়েই ডোনেশন প্রথা বিলুপ্তি করা হয়েছে। আইডিয়াল স্কুলে ডোনেশন প্রথা এবার থাকছে না বলে গভর্নিং বডি সূত্র জানিয়েছেন। অন্য ভাল স্কুলগুলোতেও এই প্রথাটি উঠিয়ে দেয়ার জোর ঘোষণা এসেছে। কিন্তু বাস্তবে যা ঘটছে তা হলো প্রকাশ্যভাবে ডোনেশন প্রথা উঠিয়ে দেয়া হলেও আড়ালে আবডালে ডোনেশনের পদ্ধতি চালু রয়েছে। এক্ষেত্রে ৫০ হাজার থেকে ২ লাখ টাকা পর্যন্ত ডোনেশন গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে। এ ব্যাপারে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অভিভাবকদের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিভাবকরা অভিযোগ করেছেন বর্তমানে নামিদামি কয়েকটি স্কুলের শিক্ষকরা ব্যক্তিস্বার্থে ডোনেশনের বিষয়টি কাজে লাগাচ্ছেন। ভর্তি পরীক্ষা হয়নি, কিন্তু পরীক্ষার্থীকে ভর্তি করিয়ে দেবার পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়ে আগাম 'ঘুষ' বা 'ডোনেশন' গ্রহণ করছেন কিছু শিক্ষক। একইভাবে আরেকটি নামি স্কুল হলিক্রসের ব্যাপারেও অভিযোগ রয়েছে যে, এখানেও 'ডোনেশন' নিয়ে ছাত্রী ভর্তি করানো হয়। দু' শিফটে পরিচালিত এই স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ২শ' এবং ষষ্ঠ শ্রেণীতে ১শ'টি আসন রয়েছে। সীমিত এই আসনগুলোর বিপরীতে বিক্রি হয়েছে হাজার হাজার আবেদনপত্র। অভিযোগ রয়েছে, সীমিত আসনের বিপরীতে যত মেয়েই পরীক্ষা দিক উপর মহলের তদবির এবং মোটা অংকের ডোনেশন ঐ স্কুলে ভর্তি হতে পারার অন্যতম পূর্বশর্ত। 'ডোনেশন প্রথা'র ব্যাপারে গতকাল শুক্রবার ভর্তি পরীক্ষাশেষে আইডিয়াল স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা রওনক জাহানকে প্রশ্ন করা হলে তিনি 'প্রথাটি বন্ধ' রয়েছে বলে জানান। আইডিয়ালের বনশ্রী শাখায় ডোনেশন নেয়া হচ্ছে- এই অভিযোগকে পুরোপুরি অস্বীকার না করে তিনি বলেন, আসলে এটা ডোনেশন নয়— 'উন্নয়ন ফি'। শাখাটি নতুন হয়েছে, এর উন্নয়ন দরকার। রাজধানীতে ভাল স্কুলগুলোর দিকেই শুধু অভিভাবকদের দৃষ্টি কেন—এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ভালো স্কুলগুলোর শাখা সংখ্যা বাড়াতে হবে। তাহলে ভর্তিচ্ছুদের চাপ কমবে।